ফ্যাক্ট শীটঃ আউশ ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৪৩ ব্রি উদ্ভাবিত বোনা আউশ ধানের একটি জাত। জাতটি ২০০৪ সালে জাতীয় বীজবোর্ড কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে।জাতটি বৃষ্টিবহুল এবং খরাপ্রবন উভয় অঞ্চলের জন্য উপযোগী।

ব্রি ধান৪৩

জাতের বৈশিষ্ট্য

- আগাম জাত।
- খরা সহিষ্ণু।
- গাছের উচ্চতা ১০০ সেন্টিমিটার।
- কান্ড বেশ শক্ত বলে সহজে হেলে পড়ে না।
- শীষের উপরিভাগে ২-৪ টা ধানে শুঙ দেখা যায়।

জীবনকাল

জাতটির জীবনকাল ১০০ দিন।

ফলন

উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ব্রি ধান৪৩ হেক্টর প্রতি ৩.৫ টন ফলন দিয়ে থাকে।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজ বপন ঃ** ১০ চৈত্র-১০ বৈশাখ (২৪ মার্চ-২৩ এপ্রিল)। তিনভাবে বীজ বোনা যায়- ছিটিয়ে, সারি করে এবং ডিবলিং পদ্ধতিতে ।

২. **বপন পদ্ধতি ও বীজের পরিমাণঃ**

২.১. সরাসরি বীজ ছিটিয়েঃ এ পদ্ধতিতে বীজ লাগবে ৭০-৮০ কেজি/হেক্টর বা ৯-১০ কেজি/বিঘা ।

২.২. সারি করেঃ সারি থেকে সারি ২৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে এবং ৪-৫ সেমি গভীর সারি করে বীজ বুনতে হবে। এ পদ্ধতিতে বীজ লাগবে ৪৫-৫০ কেজি/হেক্টর বা ৬-৭ কেজি/বিঘা ।

২.৩. ডিবলিং পদ্ধতিতেঃ ২০ সেন্টিমিটার দূরে দূরে গর্ত করে প্রতি গর্তে ২-৩টি বীজ দেয়ার পর গর্তটি মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এ পদ্ধতিতে বীজ লাগবে ২৫-৩০ কেজি/হেক্টর বা ৩-৪ কেজি/বিঘা ।

৩. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):**

৩.১ ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	জিঙ্কসালফেট
২০	৭	১০	৫	০.৭

৩.২ ইউরিয়া সার সমান ২ ভাগে ভাগ করে ১ম কিস্তি জমি শেষ চাষের সময় এবং ২য় কিস্তি চারা গজানোর ৩০-৪০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। তবে এলসিসি ভিত্তিক ইউরিয়া প্রয়োগ করাই উত্তম।

৪. **আগাছা দমন ঃ** বপনের অন্তত ৩০-৪০ দিন পর পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। সময়মত আগাছা দমন না করলে বোনা আউশ ধানের ফলন ৮০-১০০ ভাগও কমে যেতে পারে।

৫. **রোগবালাই দমন ঃ** অনুমোদিত বালাই দমন ব্যবস্থা অনুসরণ করতে হবে।

৬. **ফসল কাটা ঃ** ২০ আষাঢ় থেকে ২০ শ্রাবণের (৪ জুলাই-৪ আগষ্ট) মধ্যে ধান কাটা যায়।

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd